# Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

## Ministry of Industries

# THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

## “নরসিংদীর লটকন”

**GI Journal No. 31**

**Published on :** 06 MAR 2024

**www.dpdt.gov.bd**


পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক



Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

# ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

**১। আবেদনপত্র ঃ**

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

**২। ফি ঃ**

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

**৩। ভাষা ঃ**

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

**৪। আবেদন পত্রে স্বাক্ষর ঃ**

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

**৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ**

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

## ৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ঙ) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

**৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

**৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ**

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

**৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

**মহাপরিচালক**
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

**ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৫০**
**আবেদনের তারিখঃ ২৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ**

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"নরসিংদীর লটকন"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নামঃ **"নরসিংদীর লটকন"**

**শ্রেণি ঃ ৩১**

(ক) **আবেদনকারীর নাম** ঃ জেলা প্রশাসক, নরসিংদী।

(খ) **ঠিকানা** ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী।

(গ) **ব্যক্তি/উৎপাদাক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা** ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার** ঃ এক প্রকার তাজা ফল

**ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ**

১. লটকন একটি অম্ল-মধুর স্বাদের মৌসুমী ফল।
২. এটি টক মিষ্টি স্বাদ যুক্ত তাজা ফল।
৩. বৈজ্ঞানিক নাম Baccaurea motlezana.
৪. দেখতে ডুমুরের মতো গোলাকার এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর।
৫. জাত ভেদে বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে।
৬. এই ফল আঙ্গুরের ন্যায় থোকায় থোকায় ধরে। প্রতিটি থোকায় ২–৩০টি লকটন ধরে।
৭. খোসার পুরুত্ব সাধারণত ১ সে.মি. হয়।
৮. ফলের ত্বকের রং সাধারণত সাদা থাকে। এর ভেতর ছোট বীজ থাকে।
৯. কাঁচা অবস্থায় আকার ছোট এবং রং সবুজ থাকে। পরিপক্ব হলে খোসা মোটা ও হলুদ হয়।
১০. নরসিংদীর একটি মাঝারি সাইজের লটকনের গড় ওজন ১৪ গ্রাম।
১১. ফলটি লম্বায় ২.৫ সে.মি. ও চওড়ায় ৩ সে. মি. হয়ে থাকে।
১২. লটকনের ভেতরে শাঁস বা কোয়া আকার ভেদে ২–৫ টি হয়ে থাকে। তা হয় রসালো ও নরম।
১৩. আকারভেদে শতকরা ৬০–৭০% খাওয়ার উপযোগী অংশ।
১৪. লটকনে রয়েছে নানারকম ঔষধি গুণসহ ভিটামিন-সি।
১৫. গাছের গোড়া থেকে শাখাপ্রশাখাসহ সর্বত্র লটকন ধরে।
১৬. লটকন একটি মৌসুমী ও বর্ষাকালীন ফল।
১৭. ৪-৫ বছর বয়সী গাছ থেকে লটকনের ফলন শুরু হয়, তা চলে শতাধিক বছর পর্যন্ত।

## (চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনাঃ

লটকন টক মিষ্টি জাতের একটি মৌসুমী ফল। এটি বর্ষাকালে বাজারে পাওয়া যায়। নরসিংদীর লটকন ছোট, বড় সকলের পছন্দের ফল। সামনে পেলে সবাই বছরে অন্তত একবার হলেও খাওয়ার চেষ্ট করে। নরসিংদীর লটকনের দাম হাতের নাগালে হওয়ায় ভ্যান গাড়ী থেকে শুরু করে সুপার শপেও পাওয়া যায়।

নরসিংদীর লটকন একটি অম্ল-মধুর স্বাদের মৌসুমী ফল। এটির আকৃতি গোলাকার। নরসিংদীর লটকনের নির্দিষ্ট কোন জাত নেই। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত, বারি লটকন-১' জাতের প্রসার ঘটেছে। জাতভেদে লটকনের আকার ছোট ও বড় হয়ে থাকে। কাঁচা অবস্থায় খোসার রং সবুজ হয় আর পরিপক্ব হলে খোসা হয় মোটা ও হলুদ। খোসার পুরুত্ব হয় ১ সে. মি.। এটির স্বাদ টক মিষ্টি। খাওয়ার উপযোগী অংশকে 'শাঁস বা কোয়া' বলা হয়, তা সাদা রঙের হয়ে থাকে সাধারণত। প্রতিটি লটকনের ২–৫টি শাঁস পাওয়া যায়। একটি মাঝারি আকারের লটকনের গড় ওজন ১৪ গ্রাম। তা লম্বায় ২.৫ সে. মি. ও চওড়ায় ৩ সে. মি. হয়ে থাকে। সাধারণত প্রতিটি লটকনের ৬০-৭০ শতাংশ খাওয়া যায়।

জাতভেদে চারা লাগানোর ৪-৫ বছরের মধ্যে ফুল আসতে শুরু করে। লটকন গাছ সাধারণত ৫-৬ মিটার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছ খুব পুরাতন না হলে ডালপালা খুব বেশি বড় হয় না। মাঝারি আকারের ডালপালায় গাছ আবৃত থাকে। ডালে প্রচুর পাতা থাকে। পাতা সাধারণত ১০-১২ সে. মি. লম্বা এবং ৬-৮ সে. মি. চওড়া হয়।

নরসিংদীর লটকন গাছে ফুল আসতে শুরু করে শীতের শেষ দিকে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে। ফল পাকতে শুরু করে আষাঢ়-শ্রাবণ (জুন-জুলাই) মাসে। গাছের গোড়া থেকে শুরু করে শাখা প্রশাখাতেও লটকন ধরে। নরসিংদীর লটকন সর্বনিম্ন ১২ থেকে ২০ গ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন ওজনের হয়ে থাকে। প্রতি মৌসুমে গাছ ভেদে ৪–৩১৫ কেজি পর্যন্ত ফলন দেয়। লটকনের ফলন বছরে একবারই পাওয়া যায়। নরসিংদীতে তিনটি গাছ ২৫০ বছরের বেশি সময় ধরে ফলন দিচ্ছে।

পাকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও লটকন দিয়ে জ্যাম তৈরি করে খাওয়া যায়। এছাড়াও লটকনের বীজ, পাতা, শিকড় খাওয়া যায়। লটকনের কাঠ নিম্নমানের। ফল ছাড়াও কাঠ, ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। লটকন গাছের ছাল থেকে রঙ তৈরি করা হয় যা রেশম, সিল্ক সুতা রাঙাতে ব্যবহার করা হয়।

লটকন পুষ্টিগুণে ভরপুর। ১০০ গ্রাম পাকা লটকনে রয়েছে ৯১ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৫৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ০.০৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.১৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২, ৩.৩ গ্রাম লৌহ, ২ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৯ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ১.৪২ গ্রাম আমিষ, চর্বি ০.৪৫ গ্রাম, এতে কোন শর্করা নেই। এছাড়াও ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্রোমিয়াম সহ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান রয়েছে। লটকনের রয়েছে চমৎকার সব ঔষধি গুণ। এতে যে পরিমাণ ভিটামিন-সি

পাওয়া যায় তা দিয়ে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের একদিনের ভিটামিন-সি এর চাহিদা পূরণ হয়। ভিটামিন-সি দাঁতের মাড়ি, ত্বক ও হাড় সুস্থ রাখে। মুখের স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। লটকনে ফ্যাট ও ক্যালরি কম থাকায় ডায়বেটিস রোগীদের জন্য খুব উপকারী। এতে বিদ্যমান ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে সহায়তা করে। লটকন রুচি বাড়াতে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। লটকনের পাতা ও শিকড় খেলে পেটের নানা ধরনের অসুখ ও জ্বর সেরে ওঠে। লটকন গাছের পাতা ও ছাল চর্ম রোগের প্রতিষেধক। লটকন গাছের শুকনো পাতার গুড়ো ডায়রিয়া দ্রুত ভালো হয়।

লটকন একটি মৌসুমী ফল হলেও কারো কারো সারা বছরের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম। অনেক সময় লটকন কাঁচা থাকা অবস্থায় কৃষক ফলন বিক্রি করে দেয় মৌসুমী ব্যবসায়ীর কাছে। এটি অনেকটা টেন্ডারের মতো। প্রথমে বাগানের মালিক থেকে শিডিউল কিনে দর বসিয়ে জমা দেয় পাইকারী ব্যবসায়ী। এরপর সর্বোচ্চ দরদাতা পায় সেই বাগান। এই ব্যবসায়ীরা পাকা লটকন বাগান থেকে সংগ্রহ করে পাইকারি বাজারে বিক্রি করে। প্রকার ও আকারভেদে প্রতি কেজি লটকন ৭০ থেকে ২০০ টাকায় বিক্রি হয় দেশের বাজারে। আর ভাল মানের লটকন রপ্তানি হয়ে যায় মধ্যপ্রাচ্য, লন্ডন ও ইউরোপে।

নরসিংদীতে লটকনের সাথে জড়িয়ে আছে ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান। চলতি বছর এ জেলায় ১৯' শ হেক্টর জমিতে লটকনের চাষ হয়েছে। প্রতি বছর বাড়ছে লটকনের চাষ। নরসিংদীতে লটকনের ইতিহাস বেশ পুরোনো। ২৫০ বছর আগে থেকে লটকনের সাথে পরিচিত নরসিংদীবাসী। তবে তখন এটি কেবল বন্য ফল হিসেবেই ছিল। এটি বর্তমানে নরসিংদীর মানুষের অর্থকরী ফসলে পরিণত হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি শুরু হয়েছে নরসিংদীর লটকন।

**ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ**

নরসিংদী জেলায় ৬টি উপজেলা অর্থাৎ শিবপুর, রায়পুরা, মনোহরদী, বেলাব, সদর, ও পলাশ উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে লটকনের আবাদ হয়ে থাকে। তবে শিবপুর ও মনোহরদীতে সবচেয়ে বেশি চাষ হয়।

পলাশ উপজেলায় প্রতি বছর ১ হাজার ৮২০ হেক্টর জমিতে লটকন চাষ হয়। যা মৌসুমে স্থানীয় বাজারে প্রতিদিন ৩০-৪০ মণ বিক্রি হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে লটকনের ফলন হয় ২৪,০০০ মেট্রিক টন। এক একটি লটকন গাছ বয়সভেদে ৪-৩১৫ কেজি পর্যন্ত ফল দেয়। নরসিংদীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে লটকন ও ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার রেশ এখনও নরসিংদীতে লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় অংশের হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় উৎসব রথযাত্রায় দিন লটকন কেনার প্রচলন রয়েছে। ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে ভারত ভাগ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ভারতের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। নরসিংদীর বিভিন্ন মন্দিরগুলোসহ ধামরাই ও টাঙ্গাইলের রথে এখনও লটকনের প্রচলন দেখা যায়। নরসিংদীর শত শত কৃষক লটকন চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। লাভজনক ব্যবসা ও বেকারত্ব দূর করতে প্রতিবছরই লটকন চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

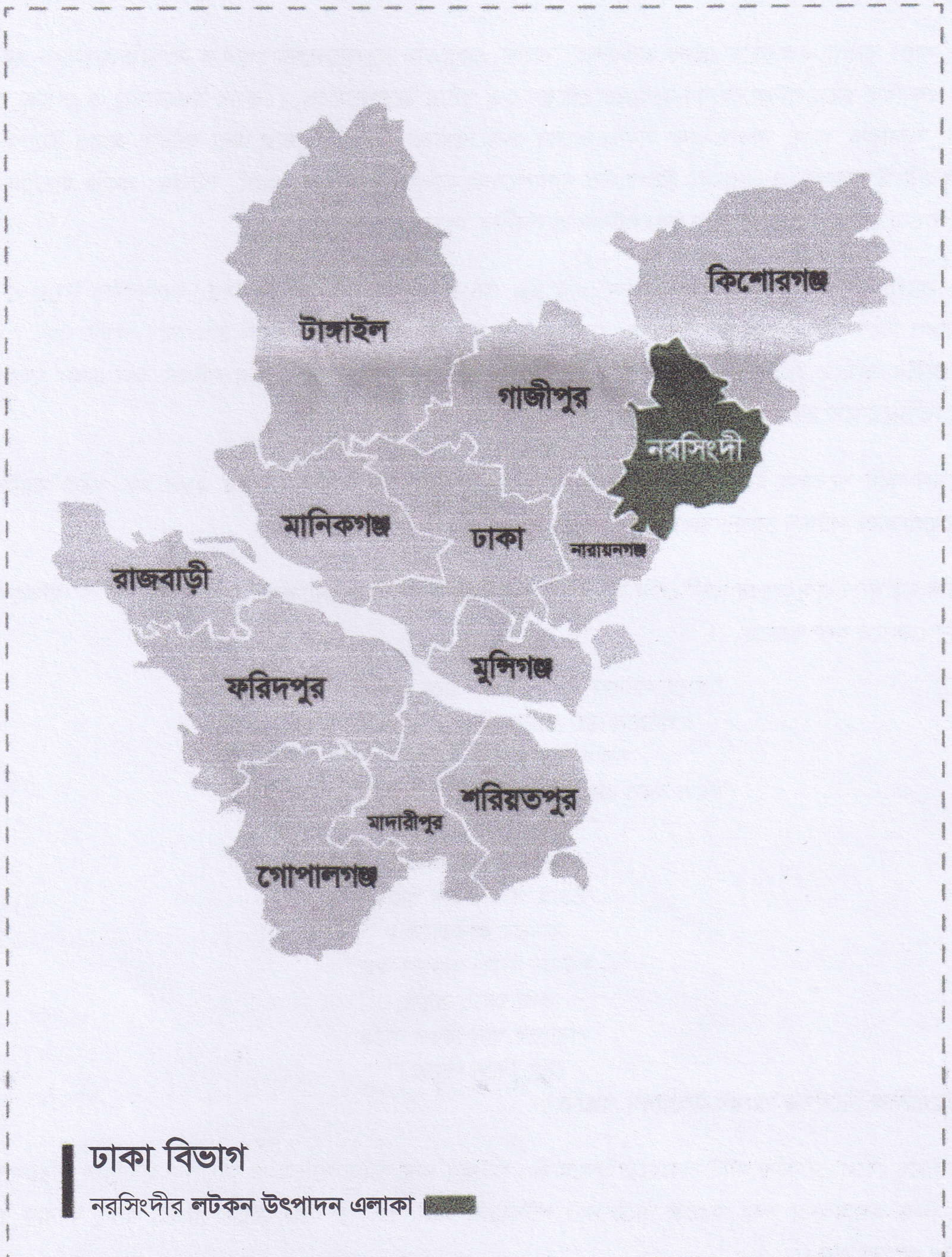


ছবি ঃ নরসিংদীর লটকন উৎপাদন এলাকা।

**জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ**

২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত "বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা নরসিংদী" বইতে একাধিক স্থানে লটকনের বর্ণনা পাওয়া গেছে। ২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, (বেলাব উপজেলা) এ এলাকা লটকন, কাঁঠাল, আনারস, আখ, বাদাম এবং সবজি চাষের জন্য বিখ্যাত।" একই পৃষ্ঠার অন্য বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, (মনোহরদী উপজেলা) এ এলাকায় উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে ধান, আখ, লটকন, সবজি ইত্যাদি।" ২৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া গেছে, "শিবপুর উপজেলা লটকন ও সবজির ফলন ও ভালো হয়।"

২০১৮ সালে প্রকাশিত "জেলা ব্র্যান্ডিং বুক" এর ৯৮ পৃষ্ঠায় লটকন সম্পর্কে বলা হয়, নরসিংদীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে রায়পুরা, শিবপুর, বেলাব ও মনোহরদী উপজেলায় লটকন চাষ হয়। চলতি বছর (২০১৮) ৬২৫ হেক্টর জমিতে লটকনের আবাদ হয়েছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে নরসিংদীর লটকন ফল এখন মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত "কৃষি প্রযুক্তি থাকবেই" এর ২৮৪ নং পৃষ্ঠায় নরসিংদীতে উল্লেখযোগ্যভাবে লটকন চাষের কথা উল্লেখ আছে।

গীতিকার মহসিন খোন্দকারের নরসিংদীর আঞ্চলিক গান **"নরসিংদী আইলানা সাগর কলা খাইলানা"** ও লটকনের কথা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

"আছে লটকন, লেবু, তাল আছে হাইট্টা মাইছের ঝাল
পান্না কাডল ভাইঙ্গা দিয়াম, রসে ভরব গাল"
নরসিংদীর একটি আঞ্চলিক গান।
"ফলে ফলে ভরা প্রিয় নরসিংদী" কবিতার কয়েকটি চরণ
"নরসিংদী যে ফলের রাজ্য
সন্দেহ নেই তাতে
সত্যিই তার প্রমাণ পাবেন,
আমার কবিতাতে।
লটকন দিয়ে করলাম শুরু
কলা আছে সাথে,
খাবারের স্বাদ দ্বিগুণ বাড়ে
লেবু নিলে পাতে।"

**ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ**

লটকন চাষে বেলে দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। লটকন গাছ স্যাঁত স্যাঁতে ও আংশিক ছায়াযুক্ত পরিবেশে ভাল জন্মে। কিন্তু জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। লটকনের চারা সরাসরি বীজ থেকে পাওয়া যায়, আবার কলমের মাধ্যমেও পাওয়া যায়।

চারা রোপণের ১৫–২০ দিন পূর্বে ৭×৭ মিটার দূরত্বে ১×১×১ মিটার আকারে গর্ত করতে হয়। এরপর ১৫–২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখতে হয়। এভাবে রেখে দিতে হয় ১০–১৫ দিন। মাটি যদি শুকনা হয় তাহলে পানি দিয়ে গর্তের মাটি ভিজিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তারপর গর্তের মাটি ভাল করে কুপিয়ে গর্তের মাঝখানে চারা লাগাতে হয়। একই সাথে পানি ও খুঁটি দিতে হয়। প্রয়োজন হলে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপনের উপযুক্ত সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাস। তবে বর্ষার দিকেও অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসেও লাগানো যায়।

চারা লাগানোর জন্য শুরুতেই বাগানে কয়েকটি পুরুষ ও অধিকাংশ স্ত্রী কলম সংগ্রহ করে লাগানো উচিত। এতে পরাগায়ন সুবিধা হয় ও অধিক লাভবান হওয়া যায়। তবে লটকন গাছের ফুল আসার পরই গাছ স্ত্রী নাকি পুরুষ তা বোঝা যায়। শতকরা ২০ ভাগ পুরুষ গাছ রেখে বাকী পুরুষ গাছ কেটে ফেলতে হবে। সেখানে স্ত্রী গাছের চারা লাগাতে হবে। শুরুতেই স্ত্রী গাছের কলমের চারা লাগালে এ সমস্যা এড়ানো যায়। আসলে সরাসরি বীজ থেকে চারা উৎপাদন হলে তাতে পুরুষ চারা বেশি হয়। তাই কলম পদ্ধতিতে স্ত্রী চারা পেতে কৃষকের আগ্রহ বেশি।

লটকন গাছ নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয়। নিচে ছকের মাধ্যমে সারের পরিমাণ দেখানো হল ঃ

| সারের নাম | গাছের বয়স (বছর) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ১–৪ | ৫–১০ | ১১–১৫ | ১৫ এর উর্ধ্বে |
| গোবর (কেজি) | ১০ | ২০ | ৩০ | ৩০-৪০ |
| ইউরিয়া (গ্রাম) | ৩০০ | ৫০০ | ৮০০ | ১০০০ |
| টিএসপি (গ্রাম) | ২০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৫০০ |
| এমওপি (গ্রাম) | ২০০ | ৩০০ | ৪০০ | ৫০০ |
| জিপসাম (গ্রাম) | ১০০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ |

**সূত্র ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট**

কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের গোড়ার ০.৫-১.০ মিটার দূর থেকে যতটুকুতে দুপুরে ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে তা মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। এ জন্য সার ছিটানোর পর কৃষক বা শ্রমিকরা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে দেয়। মাটিতে স্যাঁত স্যাঁতে অবস্থা না থাকলে সার প্রয়োগের পরপরই পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক গাছে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম কিস্তি ফল সংগ্রহের পর, দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে এবং তৃতীয় কিস্তি শীতের শেষে।

মূলত চারা রোপণের প্রথম দিকে ঘন ঘন পানি সরবরাহ দরকার হয়। গাছে ফুল আসার পর ২/১ বার পানি (সেচ) দিতে পারলে লটকনের আকার বড় হয় ও ফলন বাড়ে। গাছের মরা ডাল এবং পোকা আক্রান্ত ডাল ছাটাই করে দিতে হয়।

গাছে ফুল আসে শীতের শেষে এবং জুলাই আগস্ট মাসে ফল পাকে। কলমের গাছে সাধারণত ৪ বছর বয়স থেকে ফল আসতে শুরু করে। এই গাছগুলো ২০–২৫ বছর বয়সে সবচেয়ে বেশি ফলন দেয়।

নরসিংদীতে লটকন উৎপাদিত হচ্ছে ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তবে বাণিজ্যিকভাবে লটকন চাষ হচ্ছে ৩০ বছর ধরে। শিবপুর উপজেলায় জয়নগর এলাকার লটকন বাগান মালিক ভূপেন দেবনাথ জানান ৩০ বিঘা জমির ওপর তাদের লটকন বাগান। তাদের পূর্ব পুরুষরাও লটকন চাষ করতেন। তিনি জানান তাদের বাগানে ২৫০ বছর আগের তিনটি লটকন গাছ রয়েছে। এই গাছগুলো কালের সাক্ষী হয়ে আছে। লটকন ফলটিকে জংলী ফল হিসেবে বিবেচনা করা হলেও ষাট দশকের শেষ দিকে এগুলো লটকন নামে বাজারে বিক্রি শুরু হয়।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই এই ফল পাকতে শুরু করে। ফল পাকলে এর পরিপক্বতা অনুযায়ী ছড়া ছড়া ফল সংগ্রহ করতে হয়। লটকন ফলের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গাছের গোড়া থেকে আগা এমনভাবে ফল ধরে যে, তাতে অনেক সময় গাছের ডাল ভালভাবে দেখা যায় না। একটি ১০ বছরের গাছ গড়ে ২০০ কেজি ফলন দেয়। বর্তমানে নরসিংদী জেলায় উৎপাদিত লটকন দেশের চাহিদা মিটিয়েও দেশের বাইরে রপ্তানি করে প্রতি বছর বেশ ভালো পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে।

**ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ**

এলাকার মাটিতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও খনিজ উপাদান রয়েছে যার কারণে নরসিংদীর উৎপাদিত লটকন অধিক সুমিষ্ট, আকৃতিতে বড় ও গাঢ় হলুদ রঙের হয়ে থাকে।

**ট) ব্যবহারকাল ঃ**

বহুকাল ধরে উৎপাদন হয়ে আসছে। ২৫০ বছরেরও পুরাতন গাছ রয়েছে নরসিংদীতে।

ছবি ঃ ৬ বছর বয়সী গাছে লটকনের ফলন।

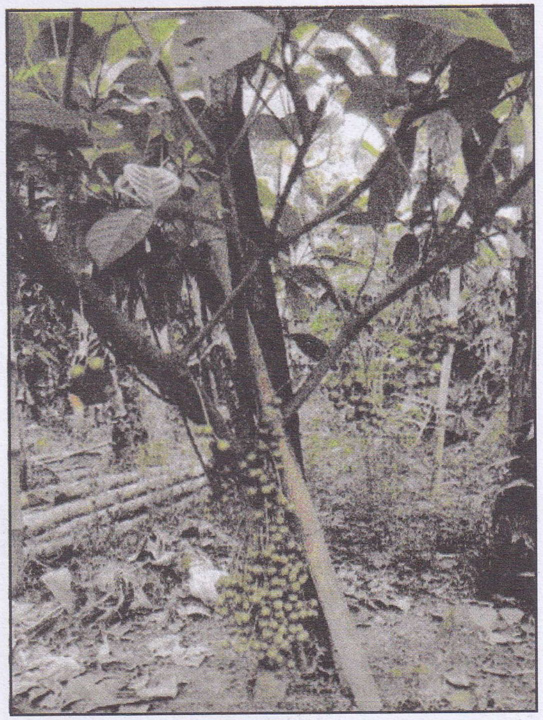

ছবি ঃ ৬ বছর বয়সী গাছে পরিপক্ক লটকন।

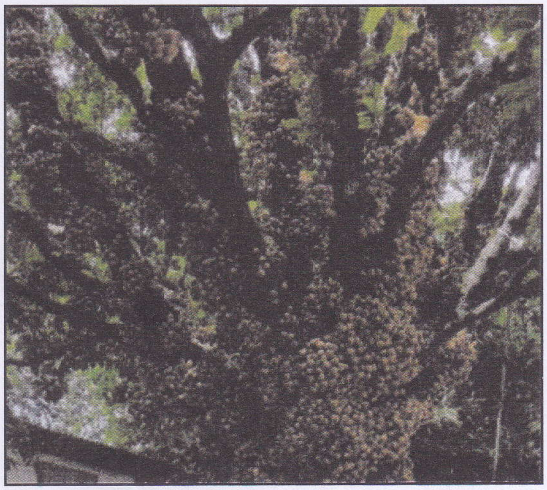

ছবি ঃ ৭০ বছর বয়সী গাছে লটকনের বাম্পার ফলন।

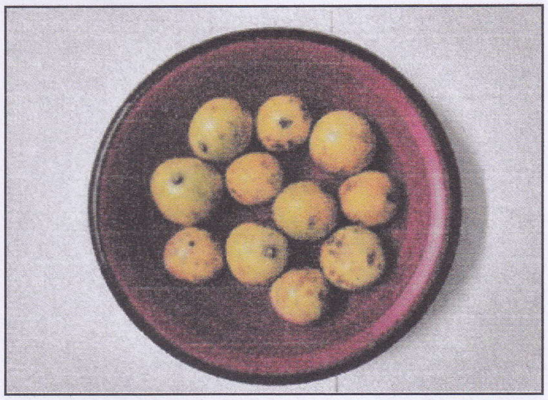

উৎপাদনকারীদের তালিকা ঃ

**নরসিংদী জেলার বিখ্যাত ফল লটকন চাষীর তালিকা ঃ**

**উপজেলা: বেলাব** **ইউনিয়ন: আমলাব**

| ক্রঃ নং | কৃষকের নাম ও পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | গ্রাম ও ব্লক | চাষকৃত জমি বিক্রির অর্থ (টাকা) | গত বছর | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মো: নুরুল আমিন ভুঞা<br>পিতা: মৃত মনহর ভুঞা | ০১৯৬৫৬৯৫৫৫৪ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ২৩১০ শতাংশ | ৪০,০০০০০ | |
| ২. | মো: মাঈন উদ্দিন<br>আজাফর আলী ভুঞা | ০১৮২৯৮৯৯৯৩১১ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ২৬৪ শতাংশ | ৪৫০০০০ | |
| ৩. | মো: কাজল মিয়া<br>পিতা: মনহর আলী | ০১৭৭৪৫৮৭২৩২ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ২৬৪ শতাংশ | ১১০০০০০ | |
| ৪. | মো: আনোয়ার হোসেন ভুঞা<br>পিতা: মোনতাজ উদ্দিন ভুঞা | ০১৭২৭৫০৫১১ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ১৭০ শতাংশ | ২০০০০০ | |
| ৫. | মো: জজ মিয়া<br>পিতা: মৃত সিরাজুল ইসলাম | ০১৭৫৪১১৭৫৩৬ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৬৩ শতাংশ | ৭২৫০০০ | |
| ৬. | মো: কামাল আহমেদ<br>পিতা: মৃত সিরাজুল ইসলাম | ০১৭৯০৯৮৮৬৪৬ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৬৩ শতাংশ | ৭২৫০০০ | |
| ৭. | মো: মেহেদী হাসান ভুঞা<br>পিতা: মৃত আ: বাতেন ভুঞা | ০১৮৩৬৪৬০৭৮২ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৯৬ শতাংশ | ৭০০০০০ | |
| ৮. | মো: আতাউলাহ ভঞা<br>পিতা. মৃত আ: বাতেন ভুঞা | ০১৯৭১১৪২৩৮৪ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৯৬ শতাংশ | ৭০০০০০ | |
| ৯. | রিফাত শাওন ভুঞা<br>পিতা: মৃত আহসান উলাহ ভুঞা | ০১৭৮৭৬৫০৯৫৪ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৯৬ শতাংশ | ৭০০০০০ | |
| ১০. | মো: ছানাউলাহ ভুঞা<br>পিতা: মৃত আ: বাতেন ভুঞা | ০১৯২৬৭৯৭২৩৯ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৯৬ শতাংশ | ৭০০০০০ | |
| ১১. | মো: জলিল ভুঞা<br>পিতা: মৃত আ: বাতেন ভুঞা | ০১৯২৫৪৬৮৪১১ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৯৬ শতাংশ | ৭০০০০০ | |
| ১২. | মো: মিজানুর রহমান<br>পিতা: মৃত শামসুল হক ভুঞা | ০১৯৮৯৪৪৮০৮৩ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ১৯৮ শতাংশ | ৭২৫০০০ | |
| ১৩. | আ: খালেক মাস্টার<br>পিতা: মৃত শামসের আলী | ০১৭৩৫২৭৯৭৪৬ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৩০ শতাংশ | ৮০০০০০ | |
| ১৪. | মো: শরিফ মিয়া<br>পিতা: আয়েব আলী | ০১৭২৮৪২১০১০ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ৩৫০ শতাংশ | ১০০০০০০ | |
| ১৫. | মো: আলাউদ্দিন প্রধান<br>পিতা: আকবর আলী | ০১৭১৮৪১৫৮৫৩ | আব্দুল্লাহ নগর উজিলাব | ১০০ শতাংশ | ৪০০০০০ | |
| ১৬. | মো: আউয়াল ভুঞা<br>পিতা: মৃত মফিজ উদ্দিন ভুঞা | ০১৭১৩৯৩৯৮৮৩ | উজিলাব উজিলাব | ৪৬২ শতাংশ | ৪৫০০০০ | |

| ক্রঃ নং | কৃষকের নাম ও পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | গ্রাম ও বক | চাষকৃত জমি | গত বছর বিক্রির অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭. | মো: আনোয়ার হোসেন<br>পিতা: মৃত অহেদ আলী | ০১৭১১২৮৫৪০৮ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ৪৬২ শতাংশ | ৬৫০০০০ | |
| ১৮. | মো: কানন মিয়া<br>পিতা: মৃত আ: রাজ্জাক | ০১৩০৭২৯০৮৮৫ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ৩০০ শতাংশ | ২৫০০০০ | |
| ১৯. | মো: আতাউর রহমান<br>পিতা: আছমত আলী | ০১৭২০৬৫১৮৩৫ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ২৩০ শতাংশ | ৪০০০০০ | |
| ২০. | সোনা মিয়া<br>পিতা: মৃত ছমেদ আলী | ০১৭৫৮৫৫৭২৮৫ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ১৫০ শতাংশ | ৪৫০০০০ | |
| ২১. | কাজল মিয়া<br>পিতা: আহম্মেদ আলী | ০১৭২৫৫২২০৫৭ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ১০০ শতাংশ | ১৫০০০০ | |
| ২২. | মাসুদ আহম্মেদ<br>পিতা: লাল মিয়া | ০১৩০৩১৬৯৫৮৭ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ১৩০ শতাংশ | ১২০০০০ | |
| ২৩. | মো: শামীম মিয়া<br>পিতাঃ মোঃ সিদ্দিক মিয়া | | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ৩৫০ শতাংশ | ৪০০০০০ | |
| ২৪. | মো: মুক্তার হোসেন<br>পিতা: আ: হাসিম | ০১৭৩২৩২৮৯৩৭ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ১৬০ শতাংশ | ১২৫০০০ | |
| ২৫. | মো: শফিক মিয়া<br>পিতা: মুক্তার মিয়া | ০১৭৫০৩৭৩৬৯৩ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ১৩৫ শতাংশ | ২৩৫০০০ | |
| ২৬. | মো: রুবেল মিয়া<br>পিতা: তাজুল ইসলাম | ০১৭৭২৮৮৫৯৫৫ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ১৫০ শতাংশ | ২৫০০০০ | |
| ২৭. | আ: বারিক<br>পিতা: আছমত আলী | ০১৭১৬৬৬৭০৮৩ | ধুকুন্দি<br>উজিলাব | ১০০ শতাংশ | ৮০০০০ | |
| ২৮. | লাইলা বেগম<br>স্বামী: আ: আজিজ | | আব্দুল্লাহ নগর<br>উজিলাব | ১৭০ শতাংশ | ৪৫০০০০ | |
| ২৯. | মো: রতন মিয়া<br>পিতা: হাজী সুরুজ মিয়া | ০১৭১৭৩৪৯৯০৩৮ | উজিলাব<br>উজিলাব | ১৯৮ শতাংশ | ৪০০০০০ | |
| ৩০. | মো: বশির উদ্দিন<br>পিতা: আ: খালেক | ০১৭৯৬৬৬৩৯৯৩ | উজিলাব<br>উজিলাব | ১০০ শতাংশ | ৯০০০০ | |
| ৩১. | আবুল কালাম আজাদ<br>পিতা: মৃত আ: হেকিম | ০১৭২০৪১৪৫৪১ | ওয়ারী<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ১০০ শতাংশ | ৫০০০০০ | |
| ৩২. | মো: আনোয়ার হোসেন<br>পিতা: মৃত আ: হাই | ০১৯৮০৩৯৯৭৪৫ | ওয়ারী<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ১০০ শতাংশ | ৬০০০০০ | |
| ৩৩. | মো: নুরুল হাসান<br>পিতা: মৃত নাসির উদ্দিন | ০১৭৩৬৮১১৭৭৩ | ওয়ারী<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ৩০০ শতাংশ | ১০০০০০০ | |
| ৩৪. | মো: আলমগীর হোসেন<br>পিতা: মৃত জনাব আলী | ০১৮৮১৯৮১৬০৬ | লাখপুর<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ৩০০ শতাংশ | ১১০০০০০ | |

| ক্রঃ নং | কৃষকের নাম ও পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | গ্রাম ও বক | চাষকৃত জমি | গত বছর বিক্রির অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৫. | মো: মানিক মিয়া<br>পিতা: মৃত নিয়ামত আলী | ০১৭৮৩৮৪৭২৭০ | লাখপুর<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ১৩৫ শতাংশ | ৩,০০০০০ | |
| ৩৬. | লিয়াকত আলী<br>পিতা: হাসান আলী | ০১৭৫৫২৯২৪৯১ | লাখপুর<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ৪০০ শতাংশ | ১২,০০০০০ | |
| ৩৭. | সাইফুল ভূঞা<br>পিতা: নাসির উদ্দিন ভূঞা | ০১৭৫৫০৬৮৭৮৭ | লাখপুর<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ৩০০ শতাংশ | ৮,০০০০০ | |
| ৩৮. | আউলাদ হোসেন<br>পিতা: ইনছার উদ্দিন আহম্মেদ | ০১৮৮১৪৯৯৩৩৮ | ওয়ারী<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ১০০ শতাংশ | ২৫০০০০ | |
| ৩৯. | আহসান উলাহ আফ্রাদ<br>পিতা: সফিউলাহ আফ্রাদ | ০১৭১৭২৬২৭৫৯ | লাখপুর<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ১০০ শতাংশ | ৩,০০০০০ | |
| ৪০. | মো: মোমেন<br>পিতা: মনির হোসেন | ০১৭৫৫২৯২৪৪৮ | লাখপুর<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ২০০ শতাংশ | ৩,০০০০০ | |
| ৪১. | সুলতান উদ্দিন মোলা<br>পিতা: নেয়ামত মোলা | ০১৭৭৬৩২১৪৫৩ | লাখপুর<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ২৭০ শতাংশ | ৩,৫০০০০ | |
| ৪২. | মো: বাদল মিয়া<br>পিতা: মতিউর রহমান | ০১৭৮৫৬৮৯১৬৯ | বটেশ্বর<br>ওয়ারী বটেশ্বর | ১০০ শতাংশ | ৫,০০০০০ | |
| ৪৩. | আ: মালেক বাচ্চু<br>পিতা: মৃত আ: জব্বার | ০১৭৭৫৫১১৮১০ | রাজারবাগ<br>আমলাব | ৩০০ শতাংশ | ৮,৫০০০০ | |
| ৪৪. | আনোয়ার সাদাত<br>পিতা: মৃত মো: রমিজ উদ্দিন | ০১৭১২৬৬৯০৯১ | রাজারবাগ<br>আমলাব | ১৩৫ শতাংশ | ৫, ০০০০০ | |
| ৪৫. | ফয়সাল আহম্মেদ<br>পিতা: মৃত মো: রমিজ উদ্দিন | ০১৭১৪৩৮৪৮৯২ | রাজারবাগ<br>আমলাব | ১০০ শতাংশ | ৫,০০০০০ | |
| ৪৬. | নুর মোহাম্মদ মোলা<br>পিতা: আ: হারিছ | ০১৭১২৩৮৭২৮৪ | রাজারবাগ<br>আমলাব | ৩৩০ শতাংশ | ৬,০০০০০ | |
| ৪৭. | জসিম উদ্দিন মোল্লা<br>পিতা: আ: হারিছ | ০১৭৮১৮২৯৭০৫ | রাজারবাগ<br>আমলাব | ৩৩০ শতাংশ | ৬, ০০০০০ | |
| ৪৮. | বশির আহম্মেদ পরশ<br>পিতা: মৃত তমিজ উদ্দিন | ০১৭২৪৭২৬৭৭৯ | রাজারবাগ<br>আমলাব | ৩০০ শতাংশ | ৫,০০০০০ | |
| ৪৯. | লায়েছ মিয়া<br>পিতা: মৃত অহেদ আলী | ০১৭৩৩৯১৭৭৭৫ | আমলাব<br>আমলাব | ১০০ শতাংশ | ৩,০০০০০ | |
| ৫০. | নজরুল মোল্লা<br>পিতা: আ: আউয়াল মোলা | ০১৭২০২৪৪৩৯৯ | আমলাব<br>আমলাব | ১৫০ শতাংশ | ৪,০০০০০ | |

উপজেলা ঃ বেলাব ইউনিয়ন ঃ পাটুলী

| ক্রঃ নং | কৃষকের নাম ও পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | গ্রাম ও বক | চাষকৃত জমি | গত বছর বিক্রির অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১. | আধ কাদির মিয়া<br>পিতা: আজম আলী | ০১৭৩১৭০৮৩৫৪ | চকম খোলা<br>ভাবলা | ১৩২ শতাংশ | ২,০০,০০০ | |
| ৫২. | সুভোধ চন্দ্র দাস<br>সুধির চন্দ্র দাস | ০১৮৭৯৭৯৯৩৮ | চকম খোলা<br>ভাবলা | ২৩১ শতাংশ | ২,৫০,০০০ | |
| ৫৩. | সুভাষ চন্দ্র দাস<br>সুধির চন্দ্র দাস | ০১৭১৬৭৬৮৮৭৮ | চকম খোলা<br>ভাবলা | ৩৩০ শতাংশ | ৫,০০,০০০ | |
| ৫৪. | বিমল চন্দ্র সূত্রধর<br>গোগেজসচন্দ্র সূত্রধর | ০১৭৩১৭০৮৩৫৪ | চকম খোলা<br>ভাবলা | ৩৯৬ শতাংশ | ২,৬০,০০০ | |
| ৫৫. | দুলাল মিয়া<br>তোতা মিয়া | ০১৭৩১৫৪৮৫৯২ | চকম খোলা<br>ভাবলা | ১৩২ শতাংশ | ১,৫০,০০০ | |
| ৫৬. | আমিনুল হক<br>মোহাম্মদ আলী | ০১৭১৪৩০২৪৮০ | ভাবলা<br>ভাবলা | ১৬৫ শতাংশ | ১,৮০,০০০ | |
| ৫৭. | মজনু মিয়া<br>কলিম প্রধান | ০১৭৪৬৬৮৮৩৫৪০ | ভাবলা<br>ভাবলা | ৩৯৬ শতাংশ | ৪,০০,০০০ | |
| ৫৮. | মোশারফ হোসেন<br>মমতাজ উদ্দিন | ০১৩০২৮১২৯০৫ | ভাবলা<br>ভাবলা | ২৬৪ শতাংশ | ২,০০,০০০ | |
| ৫৯. | দিলিপ মিয়া<br>ফজলুর রহমান | ০১৭৬২৫৪৫৪৮১০ | ভাবলা<br>ভাবলা | ৯৯ শতাংশ | ১,১০,০০০ | |
| ৬০. | আবুর কাশেম শেখ<br>আ: রহমান শেখ | ০১৭১৫৩১৭৮৪৪ | ভাবলা<br>ভাবলা | ৩৩০ শতাংশ | ১,৫০,০০০ | |
| ৬১. | তপু রায়হান সুমন<br>মৃত: আবুল হাসেম | ০১৭১৬২৯০০০৭ | নন্দরাম পুর<br>পাটুলী | ১৬৫ শতাংশ | ১,২০,০০০ | |
| ৬২. | মো: লিটন মিয়া<br>আ: রহমান | ০১৭১০৮৩৫৫৩৩ | ভাবলা<br>ভাবলা | ৪৯৫ শতাংশ | ৪,০০,০০০ | |
| ৬৩. | আমির হোসেন<br>আ: মোতালিব | ০১৭৩৯৮৪৫১৫৫ | পাটুলী<br>পাটুলী | ১১৬ শতাংশ | ২,০০,০০০ | |
| ৬৪. | জাকির হোসেন<br>আ: মোতালিক | ০১৭৮১৫৬১৮৭৮ | পাটুলী<br>পাটুলী | ১৩২ শতাংশ | ২,৫০,০০০ | |
| ৬৫. | আলী হোসেন<br>আ: মোতালিক | ০১৮৩৬৬৯১৩০১ | পাটুলী<br>পাটুলী | ১৩২ শতাংশ | ৩,০০,০০০ | |
| ৬৬. | মো: মুছলিম উদ্দিন<br>কিতাব আলী | ০১৯৩৭০০৬৩০৪ | পাটুলী<br>পাটুলী | ১৪৯ শতাংশ | ২,৮০,০০০ | |
| ৬৭. | মজর উদ্দিন<br>আ: মজিদ মুন্সি | ০১৭৮১৫৬১৭৭৮ | ধলির পাড়<br>পাটুলী | ১৩২ শতাংশ | ১,৭০,০০০ | |

| ক্রঃ নং | কৃষকের নাম ও পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | গ্রাম ও ব্লক | চাষকৃত জমি | গত বছর বিক্রির অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬৮. | পিন্টু মিয়া<br>আ: আলী | ০১৭২১৮১৭১৭৫ | পাটুলী<br>পাটুলী | ২৩১ শতাংশ | ৪,০০,০০০ | |
| ৬৯. | আলফাজ উদ্দিন<br>রমিজ উদ্দিন | ০১৩০২৮১২৯০৫ | ভাবলা<br>ভাবলা | ৬৬ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৭০. | মো: মোশারফ হোসেন<br>তাহের উদ্দিন | ০১৭১০৪০০৫৩৫ | পোড়াদিয়া<br>পোড়াদিয়া | ১৪৯ শতাংশ | ১,৩০,০০০ | |
| ৭১. | আ: মতিন<br>আ: সালাম | ০১৭৯৪১০৪৩৫৫ | পালের টেক<br>পোড়াদিয়া | ৮৩ শতাংশ | ৮০,০০০ | |
| ৭২. | শহিদুল্লাহ<br>আ: মোতালিব | ০১৭৮২২৯৩৮৩৬ | মোগা<br>পোড়াদিয়া | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৭৩. | হাবিবুর রহমান<br>আশ্রাফ আলী | ০১৮৫৭১১৪০০৫ | পোড়াদিয়া<br>পোড়াদিয়া | ৩৩ শতাংশ | ৬০,০০০ | |
| ৭৪. | আকতার হোসেন<br>আবুল হোসেন | ০১৬৮৯৬৬৪৬৭৭ | পোড়াদিয়া<br>পোড়াদিয়া | ৬৬ শতাংশ | ৮০,০০০ | |

**উপজেলা : বেলাব** **ইউনিয়ন : বাজনাব**

| ক্রঃ নং | কৃষকের নাম ও পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | গ্রাম ও ব্লক | চাষকৃত জমি | গত বছর বিক্রির অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭৫. | নবী হোসেন<br>পিতা: মোহাম্মদ হোসেন | ০১৭১৫৩৪৬২৮২ | চিতাইন<br>হাড়িসাংগান | ১৬৫ শতাংশ | ১৭,০০,০০০ | |
| ৭৬. | মো: অরুন মিয়া<br>মো: মুক্তার মিয়া | ০১৭১৬২৪০৩২৯ | চিতাইন<br>হাড়িসাংগান | ১৩২ শতাংশ | ১,২০,০০০ | |
| ৭৭. | মাসুদ সুমন খন্দকার<br>আ: হক খন্দকার | ০১৭৫৬৩০৫৮০১ | চিতাইন<br>হাড়িসাংগান | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৭৮. | আমিরুল ইসলাম<br>মো: রাইস খন্দকার | ০১৭১৮০৬১৪৭৩ | চিতাইন<br>হাড়িসাংগান | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৭৯. | এজাজ খন্দকার<br>মৃত. রাইস খন্দকার | ০১৭৪৩৯৪৮২৩১ | চন্দনপুর<br>চিতাইন | ৬৬ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৮০. | মো: আবু কামাল<br>আ: রশিদ | ০১৭৯৯২১৯৫৯৩ | চিতাইন<br>হাড়িসাংগান | ১৩২ শতাংশ | ১,৩০,০০০ | |
| ৮১. | মো: মিলন মিয়া<br>আ: আহাদ | ০১৩০৯২৯০২৫০ | চিতাইন<br>হাড়িসাংগান | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |

| ক্রঃ নং | কৃষকের নাম ও পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | গ্রাম ও ব্লক | চাষকৃত জমি | গত বছর বিক্রির অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮২. | আবু মোহাম্মদ আরিফ<br>আ: আহাদ | ০১৭১১৮৮৭৪৫৫ | হাড়িসাংগান<br>হাড়িসাংগান | ৪৯৫ শতাংশ | ১২,০০,০০০ | |
| ৮৩. | মো: আলফাজ উদ্দিন<br>মো: মফিজ উদ্দিন | ০১৭২৭৪৩৬৭৪৬ | হাড়িসাংগান<br>হাড়িসাংগান | ৫২৮ শতাংশ | ১৬,০০,০০০ | |
| ৮৪. | আ: ছামাদ ভূইয়া<br>হাফিজ উদ্দিন ভূইয়া | ০১৭২০৪৮৭৩৮১ | হাড়িসাংগান<br>হাড়িসাংগান | ১৩২ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৮৫. | সুমন মিয়া<br>আ: আওয়াল | ০১৭৮৭৫২০২৬৩ | হাড়িসাংগান<br>হাড়িসাংগান | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৮৬. | আব্দুর রহমান<br>আইয়ুব আলী | ০১৭৪৬১৯১৪২৬ | চিতাইন<br>হাড়িসাংগান | ৯৯ শতাংশ | ১০,০০,০০০ | |
| ৮৭. | মো: মোস্তফা মিয়া<br>মৃত. সেকান্দর আলী | ০১৮৩৯৯৮৮৮৯৯ | চন্দনপুর<br>চিতাইন | ১৯৮ শতাংশ | ২,২০,০০০ | |
| ৮৮. | আইয়ুব মোলা<br>দেওয়ান আলী | ০১৭৫১১৩৮৫৭৮ | চন্দনপুর<br>চিতাইন | ৬৬ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৮৯. | মো: বাচ্চু মিয়া<br>আ: খালেদ | ০১৭১২০৫৬৭৯৭ | চিতাইন<br>হাড়িসাংগান | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৯০. | জাকির হোসেন<br>মৃত. সায়েদ আলী | ০১৭৩১৫৭০৪৮১ | হাড়িসাংগান<br>হাড়িসাংগান | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৯১. | মো: ফজলু মিয়া<br>মৃত. হাবিবুল্লাহ | ০১৭২৯৩৭২২৬২ | হাড়িসাংগান<br>হাড়িসাংগান | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৯২. | মো: শহিদুলাহ<br>মজিদ মাস্টার | ০১৭১০৩৭৬৪০৩ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ৩৩ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ৯৩. | জহিরুল হক<br>আ: হক ভূইয়া | ০১৭১৫৪১৬০২৭ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ১৬৫ শতাংশ | ১,২০,০০০ | |
| ৯৪. | মো: শহিদুল্লাহ<br>মফিজ উদ্দিন | ০১৭২১৯৯৩৮০৯ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ১৯৮ শতাংশ | ৬৫,০০০ | |
| ৯৫. | জহিরুল হক কাইয়ুম<br>সৈয়দ আহমদ | ০১৯৩৩১৭৬১০১ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ৬৬ শতাংশ | ৪,০০,০০০ | |
| ৯৬. | সালাউদ্দিন ভূইয়া<br>ওসমান গনি ভূইয়া | ০১৭১৩০০৩৮৪০২ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ১৩২ শতাংশ | ৪,০০,০০০ | |
| ৯৭. | শাহাম্মদ আলী<br>চেরাগ আলী | ০১৭৯৩১০৯৭৩৬ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ৯৯ শতাংশ | ২,০০,০০০ | |

| ক্রঃ নং | কৃষকের নাম ও পিতার নাম | মোবাইল নম্বর | গ্রাম ও ব্লক | চাষকৃত জমি | গত বছর বিক্রির অর্থ (টাকা) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯৮. | মোহাম্মদ আলী<br>চেরাগ আলী | ০১৭৯৩১০৯৭৩৬ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ৬৬ শতাংশ | ৩,০০,০০০ | |
| ৯৯. | মতিউর রহমান<br>আ: রশিদ | ০১৭৮৫৭৩০৯০৩ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ১০০ | বেনজির আহমেদ<br>মৃত. শরিয়ত উলাহ | ০১৭১২১৪৯০৩৭ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ১৩২ শতাংশ | ৯৫,০০০ | |
| ১০১ | নসিমুল হক গনি<br>ওসমান গনি মিয়া | ০১৭১৩০৩৮৪০২ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ১০২ | মজিবুর রহমান<br>কেরামত আলী ভূইয়া | ০১৮২২৫০৪১৭৯ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ১৩২ শতাংশ | ৮৫,০০০ | |
| ১০৩ | আজিজুল হক<br>গোলাম রহমান ভূইয়া | ০১৮৪৮১০০৮৮৫ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ১৬৪ শতাংশ | ২,৫০,০০০ | |
| ১০৪ | আব্দুর রহমান<br>তারু প্রধান | – | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ৯৯ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ১০৫ | জায়েদুল হক ফারুক<br>আবউদল হক ভূইয়া | ০১৭২৪৪২২০৪৭ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ৯৯ শতাংশ | ৯০০০০ | |
| ১০৬ | মো: রুমেল মিয়া | – | দক্ষিণ ধুরু<br>বীরবাঘবের | ২৩১ শতাংশ | ১,৫০,০০০ | |
| ১০৭ | মোহাসীন ভূইয়া<br>আবউদল হক ভূইয়া | – | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ১৬৫ শতাংশ | ১,০০,০০০ | |
| ১০৮ | মনির ভূইয়া<br>নুরুল হক ভূইয়া | ০১৭১৫৪১৬০২৭ | বীরবাঘবের<br>বীরবাঘবের | ১৯৮ শতাংশ | ১,২০,০০০ | |

**রেফারেন্স:**

১। হাজী হাকিমের স্বপ্ন ছিল বছরে ৩০ লাখ টাকার লটকন বিক্রি করা "চ্যানেল আই" ২০০৯
https://www.youtube.com/watch?v=KRKjzU3snFc
২। বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-নরসিংদী "বাংলা একাডেমী" প্রথম প্রকাশ ২০১৮ সাল পৃষ্ঠা: ২৬ ও ২৮
৩। কৃষি প্রযুক্তি হাতবই। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। নবম সংস্করণ। পৃষ্ঠা: ২৮৪–২৮৬
৪। ফলে ফলে ভরা প্রিয় নরসিংদী। আঞ্চলিক গান
https://www.facebook.com/218533141828742/posts/855723141443069
৫। নরসিংদী আইলানা সাগর কলা খাইলানা (আঞ্চলিক গান)। গীতিকার মহসিন খোন্দকার
https://www.facebook.com/gfmediaIqbal/videos/720485899017671
৬। লটকন। জেলা প্রসাশকের কার্যালয়। নরসিংদী
https://www.narsingdi.gov.bd/bn/site/top banner/kRW1-লটকন
৭। নরসিংদীর লটকন যাচ্ছে বিদেশে। প্রথম আলো। ১৮ জুলাই, ২০১২
https://www.prothomalo.com/bangladesh/নরসিংদীর-লটকন-যাচ্ছে-বিদেশে
৮। লটকন চাষে অর্থনৈতিক সাফল্য। রাইজিংবিডি। ২৮ জুলাই, ২০১৩
https://www.risingbd.com/budget/news/6764
৯। বাণিজ্যিকভাবে লটকন চাষ। রাইজিংবিডি। ০২ জুলাই, ২০১৪
https://www.risingbd.com/saltamami/news/55970
১০। লটকন: অম্লমধুর দেশি ফল। যুগান্তর। ৩০ আগস্ট, ২০১৪
https://www.jugantor.com/old/nature-&-life/2014/08/30/141103
১১। বর্ষার ফল লটকন। বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর । ১৯ জুলাই, ২০১৫
https://www.banglanews24.com/cat/news/bd/410529.details
১২। মুখরোচক লটকন । সমকাল । ১৩ জুলাই, ২০১৬
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-last-page/article/1607223554
১৩। লটকনে লাখপতি নরসিংদীর চাষিরা । বাংলা ট্রিবিউন । ০৫ জুলাই, ২০১৭
https://www.banglatribune.com/country/dhaka/221001/ লটকনে-লাখপতি নরসিংদীর- চাষিরা
১৪। নরসিংদীর নতুন পরিচিতি লটকনে । ডেইলি বাংলাদেশ । ০১ জুলাই, ২০১৯
https://www.dailz-bangladesh.com/countrz/116162
১৫। ২৫০ বছর আগের জংলি গাছে লটকন । ডেইলি বাংলাদশ । ১৪ জুন, ২০২১
https://www.dailz-bangladesh.com/countrz/253663
১৬। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বেদেশে রপ্তানি হচ্ছে নরসিংদীর লটকন । অধিকার । ১৬ জুন, ২০২১
https://www.odhikar.news/countrz-news/191943
১৭। একসময়ের 'কদরহীন' নরসিংদীর লটকনের বাজার এখন অন্তত ৩৫০ কোটি টাকার । প্রথম আলো । ২১ জুলাই, ২০২৩
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/z 1 kq 1 brimw
১৮। ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্য যাচ্ছে নরসিংদীর লটকন । জুমবাংলা । ১৯ আগস্ট, ২০২৩
https://inews.zoombangla.com/narsingdi-latkon-is-going-to-europe-middle-east

১৯। লটকন চাষ করে ভাগ্য বদল করছেন নরসিংদীর শত শত চাষি । কৃষি তথ্য সার্ভিস

http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/১৪৩০/আষাঢ়/লটকন%20চাষ%20করে%20ভাগ্য%20বদল%20করছেন%20নরসিংদীর%20শত%20শত%20চাষি

২০। নরসিংদীতে অম্লমধুর লটকন এনেছে কৃষকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর। ৩১ জুলাই, ২০২১

https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/871363.details

২১ । নরসিংদীর মরজালে জমজমাট লটকনের বাজার । আজকের পত্রিকা । ১৫ জুলাই, ২০২৩

https://www.ajkerpatrika.com/282436/নরসিংদীর-মরজালে-জমজমাট-লটকনের-বাজার

২২ । বাংলার আঙুর নরসিংদীর 'লটকন' । ডিবিসি নিউজ। ০৮ জুলাই, ২০২৩

https://www.youtube.com/watch?v=icQHYrqizZw

২৩। নরসিংদীর মানুষের জীবনধারা পাল্টে দিয়েয়ে 'লটকন' । চ্যানেল আই। ২২ জুলাই, ২০২১

https://www.youtube.com/watch?v=CNsJL3hJnyE

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি-ক শাখা–১২০৩/২০২৩-২০২৪/শিল্প–০৩-০৩-২০২৪–২০০ বই।

**LIST OF AGENTS**

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

**For official use only**

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.